তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপঃ
গত একবছরের (এপ্রিল ২০১৪ হতে মার্চ ২০১৫) অগ্রগতি পর্যালোচনা

সার-সংক্ষেপ

২১ এপ্রিল ২০১৫

পরিশিষ্ট যুক্ত করে পুনরায় আপলোড ২৭ এপ্রিল, ২০১৫

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ: গত একবছরের (এপ্রিল ২০১৪ হতে মার্চ ২০১৫) অগ্রগতি পর্যালোচনা

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ার, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
নাজমুল হুদা মিনা, অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
মনজুর ই খোদা, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. ওয়াহিদ আলম ও শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরানো)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ:
গত একবছরের (এপ্রিল ২০১৪ হতে মার্চ ২০১৫) অগ্রগতি পর্যালোচনা

সার-সংক্ষেপ*

ভূমিকা

রানা প্লাজার দুর্ঘটনা বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত। এ দুর্ঘটনার পর দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। টিআইবি'র (অক্টোবর ২০১৩) গবেষণায় এ খাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক যোগ-সাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি একটি ফলো আপ গবেষণা পরিচালনা করে, যেখানে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে ৬৩টি বিষয় চিহ্নিত করা হয় (টিআইবি ২০১৪)। উক্ত গবেষণায় (টিআইবি ২০১৪) দেখা যায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী একবছরে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন ৫৪টি বিষয়ে ১০২টি উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে ২৩টি উদ্যোগ সম্পন্ন, এবং সার্বিকভাবে ৯১% উদ্যোগ বাস্তবায়নে অগ্রগতি হয়েছে।[১] এর ধারাবাহিকতায় টিআইবি গত একবছওে (এপ্রিল ২০১৪ হতে মার্চ ২০১৫) এসব উদ্যোগের অগ্রগতির অবস্থা বিশ্লেষণে সাম্প্রতিক গবেষণাটি পরিচালনা করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এ গবেষণার উদ্দেশ্য গত একবছরে (এপ্রিল ২০১৪ হতে মার্চ, ২০১৫) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে -

- সরকার কর্তৃক গৃহীত (আইনি, নীতি সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক) পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা করা;
- অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক কারখানা নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণ ও সুশাসনের ঘাটতি দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা; এবং
- গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরূপণ ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন অংশীজন যেমন কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, শ্রম মন্ত্রণালয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, কারখানা মালিক, পোশাক শ্রমিক, ও পোশাক খাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং চেকলিস্টের মাধ্যমে মালিক, শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির নিকট হতে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহৃত হয়েছে।

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

টিআইবি কর্তৃক সম্পাদিত ২০১৪ সালের গবেষণায় সাতটি বিষয়ে বাস্তবায়িত ২৩টি উদ্যোগ বাদে বাকি ৫৬টি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য এ গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় ৫৬টি বিষয়ের মধ্যে আটটি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত এখনো গৃহীত হয় নি; বাকি ৪৮টি বিষয়ে ৮০টি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।[২] কোনো ধরনের উদ্যোগ না নেওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের জন্য পৃথক

* ২০১৫ সালের ২১ এপ্রিল ঢাকায় টিআইবি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত 'তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপ: গত একবছরের (এপ্রিল ২০১৪ হতে মার্চ ২০১৫) অগ্রগতি পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

[১] এর মধ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি, ২০১৩ প্রণয়ন, খাত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনের মধ্যে বিদ্যমান অসমাঞ্জস্যতা চিহ্নিতকরণে টাস্কফোর্স গঠন, পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি (সর্বনিম্ন গ্রেডে মোট মজুরি ৭৬.৭% বৃদ্ধি), ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ভবন নির্মাণ অনুমোদন না দেওয়ার জন্য পরিপত্র জারি, বায়ার জোট (অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স) কর্তৃক কারখানা নিরাপত্তায় জরিপ কার্য পরিচালনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

[২]বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট দেখুন

মন্ত্রণালয় (লিড মিনিস্ট্রি) গঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের কার্যাবলী সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন, ও পোশাক খাতে শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে ৪৮টি বিষয়ে গৃহীত ৮০টি উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ১৫% উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, ৪৫% উদ্যোগের বাস্তবায়ন চলমান, ১৫% উদ্যোগের বাস্তবায়ন ধীরগতিসম্পন্ন এবং ২৫% উদ্যোগের বাস্তবায়ন স্থবির রয়েছে[৩]।

সরকার কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

সরকার কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে ইপিজেড শ্রমিক আইন, ২০১৩ সংশোধনীর উদ্যোগ, শ্রম ট্রাইব্যুনালে শ্রমিকদের সুবিধার জন্য আইনজীবী প্যানেল নিয়োগ, শ্রম বিধিমালা চূড়ান্তকরণ ও সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার গাইডলাইন তৈরিতে উদ্যোগ গ্রহণ। এছাড়া তৈরি পোশাক খাতের জন্য পৃথক বিল্ডিং কোড তৈরির উদ্যোগ, জিএসপি সার্টিফিকেট প্রদানে অটোমেশন সার্ভিস চালু করা, কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ে অভিযোগ দাখিলের জন্য কলকারখানা অধিদপ্তরে হটলাইন স্থাপন, এবং শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্ব নিরসনে 'অলটারনেটিভ ডিসপিউট রেজোলিউশন (এডিআর)' গঠনের জন্য কয়েকটি কারখানায় বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পরীক্ষামূলকভাবে সাপোর্ট লাইন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বায়ার জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স এবং বুয়েট কর্তৃক জরিপকৃত কারখানার সংস্কার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য দু'টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। কলকারখানা অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করা এবং কলকারখানা ও রাজউকের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

প্রায় ৯৫ শতাংশ কারখানায়[৪] ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে মজুরি দেওয়া হচ্ছে, এবং অধিকাংশ কমপ্লায়েন্স কারখানায় শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ) শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সুইডিশ ব্র্যান্ড এইচঅ্যান্ডএম-এর সহযোগিতায় 'সেন্টার ফর এক্সিলেন্স' স্থাপন এবং নিয়মিত অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে ক্র্যাশ কোর্স পরিচালনা করছে। ইউরোপিয় বায়ারদের জোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যাকর্ড) ও মার্কিন বায়ারদের জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি (অ্যালায়েন্স) কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় ৬৭ শতাংশ কারখানায় জরিপ সম্পন্ন করেছে[৫]।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের সহায়তার উদ্দেশ্যে গঠিত 'রানা প্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফান্ডে' প্রায় ৩০টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যাদের মধ্যে ৯টি প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে রানা প্লাজার সাথে সম্পর্কিত ছিল না, এর সহযোগিতায় প্রস্তাবিত পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ১৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১২.৫২ মিলিয়ন ইউএস ডলার ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাইমার্ক কর্তৃক সরাসরি অনুদানের পরিমাণ ছিল ৬.৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার[৬]। অন্যদিকে রানা প্লাজার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত প্রায় ১৪টি রিটেইলার ব্র্যান্ড[৭], যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- লি কুপার, জেসি পেনি, মাটালান, কারিফোর, ইত্যাদি- এখনো ট্রাস্ট ফান্ডে কোনো সহায়তা করে নি। এছাড়া, সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বেনেটন এবং ওয়ালমার্ট- উভয়ের সহায়তার পরিমাণ মাত্র ১ মিলিয়ন ডলার করে, যা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম[৮]।

অন্যদিকে রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে উক্ত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাহায্য হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ের অনুদান হতে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার (প্রায় ১২৭ কোটি টাকা)[৯]। উক্ত তহবিল হতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ২.৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার[১০] (প্রায় ১৯ কোটি টাকা) এবং অব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১০৮ কোটি টাকা), যদিও সংগৃহীত অর্থের পুরোটাই রানাপ্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাপ্য।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

---

[৩] বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট দেখুন

[৪] কলকারখানা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য ও গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ

[৫] ২৩ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত। কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় তথ্য মতে।

[৬] www.ranaplaza-arrangement.org

[৭] www.cleancloth .org access on 4 april 2015

[৮] www.uniglobalunion.org access on 4 april 2015

[৯] জাতীয় সংসদে ২০১৩ সালের ১৪ জুলাই সরকার দলীয় সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান মানিকের প্রশ্নের জবাবে কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্য, যা পরের দিন (১৫ জুলাই) বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়।

[১০] প্রাগুপ্ত ৪

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান।

সরকার ও সরকারি সংস্থা

দেখা যায় গত এক বছরে ইপিজেডে শ্রম আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইপিজেড শ্রমিক আইন ২০১৩ মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়েছে। অপরদিকে শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারার [(২৩, ২৭, ১৮৯, ২(৬৫)] অপব্যবহার করার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তবে শ্রম আইনের বিধিমালা তৈরিতে দীর্ঘসূত্রতার কারণে কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না। একইভাবে রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার তদন্ত প্রতিবেদন এখনো প্রকাশ না করা, শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা এবং বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা লক্ষণীয়।

সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত প্রয়োগিক পর্যায়ে বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়। একদিকে কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও কারখানা নিরাপত্তার অভিযোগ প্রদানে 'হটলাইন' স্থাপন করলেও এ সম্পর্কিত প্রচরণার অভাব রয়েছে, অন্যদিকে শ্রমিক অধিকার রক্ষায় শ্রম পরিদপ্তর একটি 'হটলাইন' স্থাপনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে নি। শ্রম অধিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মালিকদের সাথে যোগসাজশে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের পূর্বে শ্রমিকদের পরিচয় জানিয়ে দেওয়া এবং ইউনিয়ন নিবন্ধনে বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠীর প্রভাব ও অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। রাজউক কৃর্তক জনবল নিয়োগ এখনো সম্পন্ন না হওয়া, নকশা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ ও ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের সিদ্ধান্ত এখনো বাস্তবায়িত হয় নি। ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকা অঞ্চলে নয়টি নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপন ও মুন্সিগঞ্জে পোশাক-পল্লি স্থাপনে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়।

কারখানা মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ)

গত একবছরে কোনো কোনো কারখানায় অতিরিক্ত এক ঘন্টা কোনো প্রকার মজুরি ছাড়া কাজ করানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। কমপ্লায়েন্স কারখানা পর্যায়ে শ্রমিকদের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৬০% পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া, হেলপার পদে আইনানুগ সুবিধা ছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই ও ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত শ্রমিকদের হয়রানি, মামলা বা চাকরিচ্যুত করার বিষয়ে জবাবদিহিতার ঘাটতি বিদ্যমান। প্রায় ৯০ শতাংশ সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানায় মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মজুরি দেওয়া হচ্ছে না[১১]। নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যর্থতার কারণে অনেক কারখানা মালিক নারী শ্রমিকদের জন্য রাত্রিকালীন কাজ না করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বিজিএমইএ'র রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে সরকার ব্যবসায়ীদের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণোদনা বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া বিজিএমইএ কর্তৃক ফায়ার ফাইটিং গাইডলাইন বিলুপ্তিতে প্রভাব বিস্তার করা, কারখানা পর্যায়ে অতিরিক্ত ৪ কর্মঘন্টা বৃদ্ধির পরিপত্র জারি করা ও কারখানার ছাদে ২৫% জায়গায় স্থাপনা রাখার নিয়ম করার প্রজ্ঞাপন চালু করা হয়েছে।

শ্রমিক সংগঠন

গত একবছরে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বিজিএমই'র 'পকেট ট্রেড ইউনিয়ন' বা 'ইয়েলো' ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব ইউনিয়নের সরকারি বিভিন্ন কমিটিতে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আবার অনিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিস্বার্থে কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

বায়ার

কোনো কোনো বায়ার কর্তৃক কারখানায় দ্রুত (২-৩ ঘন্টা) জরিপ সম্পন্ন এবং বন্ধের আদেশ প্রদান, এবং জরিপ কার্যে জড়িত রিভিউ প্যানেল ও বিদেশি জরিপ সংস্থার মাঝে মতানৈক্য ও কঠোর কর্তৃত্বপরায়ণ আচরণের অভিযোগ রয়েছে। অপরদিকে কার্যাদেশ বাতিল, কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অজুহাতে ২২০টি মাঝারি ও ক্ষুদ্র আকারের কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং প্রায় ১-১.৫ লক্ষ শ্রমিক চাকরিচ্যুত হয়েছে[১২]। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কারখানা বন্ধের হার ৩৬০% বৃদ্ধি এবং শ্রমিক চাকুরিচ্যুতি হওয়ার হার ২০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে বায়ার, সরকার ও বিজিএমই এ কর্তৃক সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার জরিপ করা ও কমপ্লায়েন্স উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকলেও দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আশংকা করা যায় এ অবস্থা চলতে থাকলে এ খাতে কর্মরত এক পঞ্চমাংশ (প্রায় ৭ লাখ) শ্রমিক চাকরিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে।

---

[১১] 20 October, 2014,The Guardian .www.theguardian.com, accessed on 15th March

[১২] The independent News, 24th april, 2015; The daily Star , 11th september 2014; Dhaka Tribune, 11 may; Reutar, September 11, ও অন্যান্য জাতীয় , আন্তর্জাতিক পত্রিকা হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং গবেষণায় মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা

অন্যদিকে বায়ার জোট পরিচালিত নিরাপত্তা জরিপ কার্যের অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে ধীরগতি লক্ষণীয়, যা বিস্তারিত টেকনিক্যাল জরিপ কাজে যেমন কালক্ষেপণ করবে তেমনি পোশাক খাতে টেকসই কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দীর্ঘমেয়াদে চলমান কার্যক্রমকে অনিশ্চয়তার ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে। জরিপ চলাকালীন সংস্কার কাজে কারখানা বন্ধ রাখা হলে শ্রমিকের বেতন ধারাবাহিকভাবে প্রদানে বায়ারের চুক্তিবদ্ধ অঙ্গীকার (অ্যাকর্ডের ক্ষেত্রে) রয়েছে, কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে অ্যাকর্ডের দায়াভার এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অপরদিকে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কর্তৃক জরিপ পরবর্তী 'কারেকটিভ অ্যাকশন প্লান (কেএপি)' প্রকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলেও এখনো তা প্রকাশ করতে না পারা এবং সংস্কার কার্যে সীমিত সংখ্যক বায়ার কর্তৃক অংশগ্রহণ করায় জরিপ কার্যের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আবার চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (কমপক্ষে প্রথম দু-বছর) কারখানায় অর্ডার প্রদান অব্যাহত রাখার বিধান থাকলেও কোনো কোনো ব্র্যান্ড ও বায়ার কর্তৃক অর্ডার কমিয়ে ফেলা বা অর্ডার না দেওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়।

আবার 'অ্যালায়েন্স' স্টিয়ারিং কমিটিতে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পৃক্ত না রাখা এবং 'অ্যাকর্ড' উপদেষ্টা কমিটিতে মালিক পক্ষের অংশগ্রহণে অনাগ্রহ এ খাতে কারখানার নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগে সফলতা আনয়নে প্রয়োজনীয় শ্রমিক মালিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সুযোগ নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া নতুন কারখানা স্থাপনের পরে অ্যালায়েন্সের অনুমোদন নেওয়ার বাধ্যবাধকতার নীতি এবং অগ্নি নিরোধক যন্ত্রপাতি আমদানিতে অ্যাকর্ড-নির্দেশিত কোম্পানির বাধ্যবাধকতার নীতি করা হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন স্বার্থের দ্বন্দ্বের ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে অপরদিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।

কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠার ব্যয় ও শ্রমিকের বর্ধিত মজুরি প্রদানে মালিকপক্ষের দায়িত্বশীল আচরণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু উৎপাদন পর্যায়ে এ বাড়তি খরচ সংকুলানে ব্র্যান্ড ও খুচরা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখা যায় না। পূর্বে বায়ার অতি মুনাফার উদ্দেশ্যে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় কার্যাদেশ দিত এবং দুর্ঘটনা হলে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হত (টিআইবি, ২০১৩)। বর্তমানে অগ্নি ও কাঠামোগত নিরাপত্তার অজুহাতে ঐসব নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানাকে কমপ্লায়েন্ট হওয়ার জন্য সহযোগিতা না করে অর্ডার বাতিল ও কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় চূড়ান্তভাবে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ইউরোপিয় শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতে, ব্র্যান্ড বা ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পিস-প্রতি বাড়তি ৩ সেন্ট উৎপাদন খরচ প্রদান করা হলে কারখানা পর্যায়ের কমপ্লায়েন্সের এ বাড়তি খরচ সংকুলান করা সম্ভব।

উপসংহার ও সুপারিশ

২০১৪, এপ্রিল হতে ২০১৫, মার্চ পর্যন্ত তৈরি পোশাক খাতের প্রধান অংশীজন হিসেবে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। একই সাথে কারখানায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে ইতিবাচক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। তবে সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক শ্রমিক অধিকার ও শ্রমিকের চাকরিকালীন নিরাপত্তা সুনিশ্চিতে আইনের সঠিক প্রয়োগের ঘাটতি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া শ্রমিক অধিকার ও যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি এখনও বিদ্যমান। অধিকাংশ পোশাক কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে সরকার, মালিক পক্ষ ও বায়ার জোটের সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও, সাব-কন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা অনুপস্থিত। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বিভিন্ন অজুহাতে সরকারের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে বিজিএমইএ'র ভূমিকা প্রকট হয়েছে।

তৈরি পোশাক খাতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক যে সাড়া পাওয়া গিয়েছে তা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতায় ইতিবাচক ও আশাব্যাঞ্জক। তবে এই উদ্যোগসমূহকে সফলভাবে বাস্তবায়ন ও বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি দূরীকরণের লক্ষ্যে টিআইবি নিম্লোক্ত সুপারিশ পেশ করছে।

ক্রম	সুপারিশমালা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে	সরকার
২	অংশীজন কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগের বাস্তবায়ন সমন্বিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে। এক্ষেত্রে সমন্বয় জোরদার করতে ও আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধনে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়ে 'পাবলিক সেক্টর বোর্ড' গঠন করতে হবে	সরকার
৩	সাব-কন্ট্রাক্ট ও ক্ষুদ্র কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক

		প্রতিষ্ঠান, বায়ার
৪	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনের জন্য পোশাকের সংখ্যা প্রতি ১ থেকে ১.৫ সেন্ট প্রদানের (যেখানে বায়ার মালিক অনুপাত হতে পারে ৭৫:২৫) মাধ্যমে একটি ফান্ড গঠন	বায়ার ও কারখানা মালিক
৫	যত দ্রুত সম্ভব শ্রমিক ডাটাবেজ গঠন করতে হবে	বিজিএমইএ
৬	সব ধরনের সাব-কন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির সমন্বিত তালিকা তৈরি করতে হবে	সরকার ও বিজিএমইএ
৭	শ্রম পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার অবস্থা নিরূপণে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয়
৮	সকল বায়ারকে তাদের ওয়েবসাইটে নিজ নিজ বাংলাদেশি ব্যবসায়িক অংশীদার কারখানার নাম প্রকাশ করতে হবে	বায়ার
৯	রানা প্লাজা ও তাজরিন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে	সরকার
১০	রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তদের তালিকা ও প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রকাশ করতে হবে	ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনা কমিটি

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পরিশিষ্ট

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতি

তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক সুশাসন কেন্দ্রিক প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির অবস্থা (এপ্রিল, ২০১৪- মার্চ, ২০১৫)

৪.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী উদ্যোগ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
১.	বাংলাদেশ শ্রম আইনের সীমাবদ্ধতা	১. বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ পাশ	• সংশোধিত বাংলাদেশ 'ইপিজেড শ্রমিক আইন' ২০১৩, জুলাই ২০১৪ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন	চলমান অগ্রগতি	পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, পরিদর্শকদের জবাবদিহিতা উল্লেখ না থাকা, অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, আইএলও কনভেনশনের (২৯, ৮৭, ৯৮, ১০৫) সাথে অসামঞ্জস্যতাসহ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এখনও বিদ্যমান শ্রম আইনের ধারা [(২৩, ২৭, ১৮৯, ২(৬৫)] সমূহের অপব্যবহারের অভিযোগ ইপিজেড এর কারখানা মালিকদের আইন প্রণয়নে নীতিনির্ধারনী পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার
২.	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও অগ্নি নির্বাপণ আইনে অসামঞ্জস্য	২. খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনার জন্য টাস্কফোর্স গঠন	কোনো অগ্রগতি নেই	অগ্রগতি নাই	হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ সেন্টার কর্তৃক উঁচু ভবনের সংজ্ঞা ১১ তলা করার প্রস্তাব
৩.	তৈরি পোশাক খাতের শ্রম বিধিমালার অনুপস্থিতি	৩. তৈরি পোশাক খাতের জন্য শ্রম বিধিমালা প্রণয়নাধীন	বিধি প্রণয়নের জন্য গঠিত কামিটি কর্তৃক কার্যক্রম চলমান	চলমান অগ্রগতি	আইন পাশের সময়সীমা মে, ২০১৫ চূড়ান্তকরণ
৪.	সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার জন্য নীতিমালা না থাকা	৪. সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার জন্য গাইড লাইন প্রণয়নাধীন	বাণিজ্যমন্ত্রণালয়ের অধিনে গাইড লাইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান	ধীর অগ্রগতি	চূড়ান্তকরণে সুনির্দিষ্ট সময় সীমা উল্লেখ নেই

৫.	লীড মিনিস্ট্রির অনুপস্থিতি	কোন উদ্যোগ নেই		-	অপরিবর্তিত
৬.	সরকারি বিভিন্ন (১৭টি) প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ২০টি সনদ/নিবন্ধন গ্রহণে জটিলতা ও আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি	৫. কারখানা নিবন্ধন, অগ্নি,বৈদ্যুতিক, কেমিক্যাল ও পরিবেশ সনদ প্রদান প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সংশোধনে টাস্কফোর্স গঠন	তৈরি পোশাক কারখানার নিবন্ধন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শক এর পরিদর্শনকৃত অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে জিএসপি সার্টিফিকেট প্রদানে দুর্নীতি রোধে অটোমেশন সার্ভিস চালুকরণ তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য পৃথক বিল্ডিং কোড তৈরির উদ্যোগ জরিপ পরবর্তী সংস্কার কার্যক্রম পরিবীক্ষণে (একটি ভবন নিরাপত্তা ও অপরটি বিদ্যুৎ নিরাপত্তা) ২টি টাস্ক ফোর্স গঠন	চলমান অগ্রগতি	বিজিএমইএ ও বিকেএমইর প্রভাবে এ গাইডলাইন বাতিল করা হয়
		৬. তৈরি পোশাক খাতে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন	টাস্কফোর্স কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে কার্যক্রম চলমান-এ পর্যন্ত ৮টি সভা পরিচালিত হয়েছে টাস্কফোর্স জিআইজেড , আইএলও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প সমন্বয় সাধন করছে	চলমান অগ্রগতি	এ পর্যন্ত ৮ টি সভা পরিচালিত হয়েছে টাস্বফোর্স এর কার্যক্রম নিয়মিত প্রকাশের কোনো ব্যবস্থা না থাকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৭.	কম মজুরি (ন্যূনতম মজুরি ৩০০০ টাকা)	৭. ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক মজুরি বৃদ্ধি	কারখানা পর্যায়ে ন্যূনতম মজুরি প্রদানের অবস্থা নিরূপণে নিয়মিত পরিবীক্ষণের উদ্যোগ	সম্পন্ন	৯০-৯৫ শতাংশ কমপ্লায়েন্স কারখানায় বাস্তবায়ন মাসের ৭ তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধের নিয়ম না মানার অভিযোগ শ্রমিকদের জন্য উৎপাদন লক্ষ্য প্রায় ৬০% পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বাড়াতে চাপ প্রয়োগের অভিযোগ 'লিভিং ওয়েজ'-এর ১৬% প্রদান
৮.	অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ (মৃত্যু-১ লাখ, স্থায়ী পঙ্গুত্বে ১.২৫ লাখ)	৮. ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন	কোনো অগ্রগতি নাই	অগ্রগতি নেই	আইএলও কর্তৃক বীমা স্কীম চালু করণের উদ্যোগ গ্রহণ
৯.	• বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ও বিচার না হওয়ার সংস্কৃতি • শ্রমিকদের মামলা পরিচালনায় আইনগত সহায়তার জন্য সরকারি আইনজীবী না থাকা	৯. কারখানার মালিক ও রানা প্লাজার মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের ১০. কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক কারখানার মালিক ও রানা প্লাজার মালিকের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে ১১টি মামলা দায়ের ১১. রাজউক কর্তৃক সাভার পৌরসভার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ভবন মালিক, কারখানার মালিকবৃন্দ, অনুমোদনকারী প্রকৌশলী গ্রেফতার	সিআইডি কর্তৃক রানা প্লাজা সংশ্লিষ্ট দু'টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়নি	অগ্রগতি নেই	আদালত কর্তৃক সিআইডি'কে রানা প্লাজা সংশ্লিষ্ট দু'টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য সময়সীমা ২১ মে, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

		১২. তাজরিন ফ্যাশনের মামলার চার্জসিট প্রদান এবং চেয়ারম্যান ও পরিচালককে গ্রেফতার	সিআইডি কর্তৃক একটি মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন, প্রতিবেদনে তাজরিন ফ্যাশন সংক্রান্ত মামলার অভিযোগপত্রে কারখানা মালিককে নির্দোষ হিসেবে উপস্থাপন	ধীর অগ্রগতি	মার্চ, ২০১৫ এ আদালত কর্তৃক পুনরায় সিআইডিকে তদন্তের নির্দোষ
		১৩. দুদক কর্তৃক মালিক এবং সাভার পৌরসভা ও রাজউক এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তের সিদ্ধান্ত	একটি মামলার চার্জশীট দেওয়া হয়েছে	অগ্রগতি নেই	তদন্ত কার্যের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি
১০.	বাসা-বাড়ি ও বাণিজ্যিক ভবনে অপরিকল্পিত ভাবে পোশাক কারখানা স্থাপন	১৪. মুন্সিগঞ্জে একটি পোশাক শিল্প পল্লী স্থাপনের সিদ্ধান্ত	প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় কর্তৃক কার্যক্রম চলমান চট্রগ্রামে অপর একটি পোশাক পল্লী স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ	ধীর অগ্রগতি	• ৫৩২ একর জমি অধিগ্রহণ ও আপত্তি কার্য চলমান, • বাস্তবায়নে প্রশাসনিক জটিলতা ও আর্থিক সংকটে স্থবিরতা

৪.২ মালিক কর্তৃক কারখানা পরিচালনায় গৃহীত কার্যক্রম

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
১১.	পরিচয় পত্রে জরুরি যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর না থাকা	**কোন উদ্যোগ নেই**	অধিকাংশ কারখানায় পরিচয়পত্র প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে	অগ্রগতি চলমান	পরিচয় পত্রে শ্রমিকের জরুরি যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা নাই করখানার যোগাযোগের মোবাইল নম্বর সবসময় সচল থাকে না
১২.	হাজিরা খাতা সংরক্ষণ না করা	১৫. শ্রমিকের মাসিক হাজিরা ও বেতন শিট বিজিএমইতে নিয়মিত প্রদান	শ্রমিকের মাসিক হাজিরা ও বেতন শিট বিজিএমইতে নিয়মিত প্রদান করা হচ্ছে না	অগ্রগতি নেই	২০১৪ এ গবেষণায় এ বিষয়ে বিজিএমই কর্তৃক নিয়ম চলমান ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে বিজিএমই কর্তৃক এ নিয়ম শিথিল করা হয়

১৩.	দৈনিক অতিরিক্ত দুই ঘণ্টার বেশি (৫-৮ঘন্টা) কাজ করানো অতিরিক্ত কর্মঘন্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে না দেওয়া	১৬. অতিরিক্ত কর্মঘন্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে দেওয়ার প্রচলন	কর্মঘন্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে দেওয়ার প্রচলন চলমান	সম্পন্ন	অল্পসংখ্যক কারখানায় কর্মঘন্টার বেতন সঠিক না দেওয়ার অভিযোগে অন্দোলন আমেরিকান সংস্থা ইনোভেশন ফর পোভার্টি একশন (আইপিএ) ও সিটি ব্যাংক এর যৌথ উদ্যোগে ইলেকট্রনিক পে রোল এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালুকরণ
		১৭. অধিকাংশ কারখানায় অতিরিক্ত কর্মঘন্টা কাজ না করানোর প্রচেষ্টা	কোনো কোনো কারখানায় অতিরিক্ত এক ঘন্টা মজুরি বিহীন কাজ কারানোর প্রবণতা	অগ্রগতি অবনতি	• নিয়মের অতিরিক্ত সময় কাজ করানো • নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারায় অনেক কারখানায় নারী শ্রমিকদের রাত্রিকালীন কাজ না করানোর সিদ্ধান্ত
		১৮. কারখানার অধিকাংশ শাখায় নিয়ম মাফিক অতিরিক্ত দু'ঘন্টা কাজ করানো	বিজিএমই এর প্রভাবে অতিরিক্ত চার ঘন্টা কাজ করানোর প্রজ্ঞাপন জারী	অগ্রগতি অবনতি	• ক্রমান্বয়ে উৎপাদন লক্ষ বৃদ্ধি
১৪.	কারখানা স্থাপনের অনুমোদন নেই এমন ভবনে (যেমন আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন) কারখানা স্থাপন	১৯. সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ চলমান	অ্যকর্ড, অ্যালায়েন্স ও বুয়েট কর্তৃক এ ধরনের কারখানার উৎপাদন বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ	চলমান অগ্রগতি	৩২ টি কারখানা সম্পূর্ন বন্ধ ঘোষণা- অ্যাকর্ড (২৬), অ্যালায়েন্স (৫) ও বুয়েট (১) টি ২১টি কারখানা আংশিক বন্ধ ঘোষণা- অ্যকর্ড (৮) , অ্যালায়েন্স (৮) ও বুয়েট (৫) টি
১৫.	অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প সিঁড়ি ও মূল সিঁড়ির দুর্বল কাঠামো ও নির্ধারিত মান ও স্থানে না হওয়া বিদ্যুৎ সংযোগে অনিয়ম	২০. কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য এনটিসি আওতায় অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও বুয়েট কর্তৃক জরিপ চলমান	৩২ টি কারখানা সম্পূর্ন বন্ধ ঘোষণা- অ্যাকর্ড (২৬), অ্যালায়েন্স (৫) ও বুয়েট (১) টি ২১টি কারখানা আংশিক বন্ধ ঘোষণা- অ্যকর্ড (৮) , অ্যালায়েন্স (৮) ও বুয়েট (৫) টি	চলমান অগ্রগতি	নতুন কারখানা স্থাপনে এ সকল বিষয় কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে
১৬.	স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কল্যাণ কর্মকর্তা না থাকা	২১.অধিকাংশ কারখানায় আইনের এ বিধান বাস্তবায়নের প্রচলন শুরু	অধিকাংশ কম্প্লায়েন্স কারখানায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও কল্যান	চলমান অগ্রগতি	স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রশিক্ষিত ডাক্তারের পরিবর্তে শুধুমাত্র সেবিকা দ্বারা স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ

		হয়েছে	কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে		প্রদানের অভিযোগ অপ্রতুল ও অত্যন্ত সীমিত ওষুধ দ্বারা এ সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে
১৭.	ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে অংশগ্রহণকারী কমিটির ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং ট্রেড ইউনিয়ন করতে নিরুৎসাহিত করা	২২. ৩০% শ্রমিকের স্বাক্ষরে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন	শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক ট্রেডইউনিয়ন গঠনে কারখানা তদন্ত কালে কোনো কোনো মালিক কর্তৃক শ্রমিকের সংখ্যা বেশি দেখানো ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এ শ্রমিকের অনুমতি গ্রহণে মালিক কর্তৃক সহজে অবগত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট নেতা ও শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতি সহ বিভিন্ন নিপীড়ন করা শ্রম পরিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার মাধ্যমে নিবন্ধনের পূর্বেই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তি	অগ্রগতি নেই	ইউনিয়ন/ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত শ্রমিকদের চিহ্নিত করে হয়রানি/মামলার ভয়/ চাকুরিচ্যুতি ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধে মালিক কর্তৃক নিজস্ব তত্ত্বাবধায়নে শ্রমিকদের দিয়ে দল গঠন এবং তাদের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের মানসিক অত্যাচার ও শারীরিক অত্যাচার করা
১৮.	বিশ্রামাগার, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পর্যাপ্ত টয়লেট, ক্যান্টিন, চিকিৎসা সুবিধা, পর্যাপ্ত ফ্যান ও চলাচলের জায়গা ও বর্জ্য পরিশোধনাগারের অভাব/ অনুপস্থিতি	২৩.এ সকল বিষয়ে বায়ার প্রতিনিধি ও পরিদর্শকদের পর্যবেক্ষণে ইতিবাচক অগ্রগতি	ইতিবাচক অগ্রগতি চলমান	চলমান অগ্রগতি	সাব কন্ট্রাক্ট কারখানায় লক্ষণীয় কোন উদ্যোগ দেখা যায় না এ সম্পর্কিত সংস্কার কার্যে মালিক ও বায়ার সমন্বয়ের অভাব ও সঠিক পরিকল্পনা না থাকা

৪.৩ মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ) কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
১৯.	বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সরকারি কর্তৃত্ব চর্চা (ইউডি প্রদান)	**কোন উদ্যোগ নেই**	**কোন উদ্যোগ নেই**	-	অপরিবর্তিত
২০.	অগ্নি নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে সমন্বিত অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ	২৪. কারখানার মধ্যমসারির কর্মকর্তা ও তত্ত্বাবধায়কদের অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক ক্রাস কোর্স চালু এবং এ লক্ষ্যে ৩৫ জন প্রশিক্ষক নিয়োগ	১৩৫৯ টি ক্রাস কোর্স পরিচালনা এবং ৫৪,২৪০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ	চলমান অগ্রগতি	চলমান রয়েছে
২১.	পোশাক খাতের শ্রমিকদের তথ্য ভান্ডার না থাকা	২৫. বিজিএমইএ কর্তৃক তথ্য ভান্ডার করার উদ্যোগ গ্রহণ	কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে	অগ্রগতি নেই	
২২.	নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রভাব: (উৎস করের হার ১.২০ শতাংশ কমিয়ে ০.৮০ শতাংশ করা, আইন ও নীতি সংস্কারে বিজিএমইএ কর্তৃক লবিইস্টের নিয়োগ)	কোন উদ্যোগ নাই রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি- রপ্তানিমূল্যের ওপর দশমিক ২৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা, উৎস কর ০.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.৪ শতাংশ নির্ধারণ এবং নতুন বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ২ শতাংশ নগদ সহায়তা বাড়িয়ে ৩ শতাংশ করা	কোনো উদ্যোগ নাই রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি- রপ্তানিমূল্যের ওপর দশমিক ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১ শতাংশ ও টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা নির্ধারণ, উৎস কর ০.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.৩ শতাংশ নির্ধারণ এবং নতুন বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা ৩ শতাংশ কারখানার ছাদে ২৫% স্থাপনা রাখার প্রজ্ঞাপন জারি	-	নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স গাইডলাইন বিলুপ্তকরণে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার
২৩.	বিরোধ নিষ্পত্তিতে অনিয়ম , পছন্দনীয় শ্রমিক নেতাদের মাধ্যমে .শ্রমিকদের দাবি অবদমিত করা	২৬. শিল্প মন্ত্রণালয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সেল গঠনের সিদ্ধান্ত	সরকার কর্তৃক অল্পসংখ্যক কারখানায় পরীক্ষামূলকভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির	ধীর অগ্রগতি	-

			জন্য সাপোর্ট লাইন স্থাপনের সিদ্ধান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০০ (শ্রমিক, কারখানা কর্মকর্তা, শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং ট্রেড ইউনিয়ন লিডার) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান		

৪.৪ কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
২৫.	• অপর্যাপ্ত জনবল- ৩১৪ জন (মঞ্জুরিকৃত ১০৩ জন কারখানা পরিদর্শকের মধ্যে কর্মরত ৫৬ জন) • ঢাকা অঞ্চলে পরিদর্শক ২২ জন্	২৭. ২০০ জন পরিদর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন	২৩৫ জন পরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে- বর্তমানে পরিদর্শক সংখ্যা ৫৭৫ জন	সম্পন্ন	নবম সংসদের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশকৃত জনবলের (১৯৮৬ জনবল বৃদ্ধি করে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করার সুপারিশ করে) প্রথম শ্রেনীর পরিদর্শক ২১১ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেনীর পরিদর্শক ৩৬৪ জন
২৬.	পরিদর্শকদের যোগ্যতা (কর্মরত পরিদর্শকদের মধ্যে নূ্যনতম এসএসসি ডিগ্রিধারী)	২৮. পরিদর্শকের নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চতর করা (স্নাতকোত্তর/বিসিএস ইঞ্জি./এমবিবিএস)	বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ন অপেক্ষমান তালিকা হতে প্রথম শ্রেনীর ১৫-২০ জন পরিদর্শক নিয়োগ প্রদান	সম্পন্ন	-
২৭.	•প্রধান কার্যালয় সহ সারাদেশে মোট অফিস ৩২টি •কারখানা অধ্যুষিত অঞ্চলে অফিস না থাকা	৩০. প্রধান কার্যালয় সহ সারাদেশে মোট অফিস ৭২টি ৩১. পোশাক অধ্যুষিত ঢাকা অঞ্চলে ৫টি নতুন অফিস স্থাপন	প্রথম ধাপে ২৩টি অফিসের কার্যক্রম শুরু এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে	সম্পন্ন	-
২৮.	•কারখানা সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার	৩২. অধিদপ্তর নিজস্ব ওয়েব সাইট	অগ্নি ও ভবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত	ধীর অগ্রগতি	অ্যাকর্ডের পরিদর্শিত ৪৭%, অ্যালয়েন্সের

	না থাকা ●সনাতনি তথ্য ব্যবস্থাপনা	উম্মুক্তকরণ ৩৩. কারখানার সংক্রান্ত প্রকাশ্য তথ্য ভান্ডার গঠন	তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে জরিপকৃত কারখানার অ্যাকর্ড (৫২২), অ্যালায়েন্স (১১৪) ও বুয়েট (১৬৬) কর্তৃক জরিপকৃত কারখানার তথ্য প্রকাশ ‘পরিদর্শন নথি প্রদান’ কমিটি গঠন		পরিদর্শিত ২০% ও বুয়েট কর্তৃক পরিদর্শিত ২৬% কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ
		৩৪. আইএলও কর্তৃক দাতা সংস্থার সহযোগিতায় অধিদপ্তরের সক্ষমতা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামোগত আধুনিকীকরণ ও অফিস অটোমেশনের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন	অফিস অটোমেশনের কার্যক্রম চলমান ‘ডাটাবেজ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা’ কমিটি গঠন বার্ষিক বাজেট ২৪৮২ লক্ষ টাকা থেকে ৭২৫০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে	চলমান অগ্রগতি	বার্ষিক বাজেট ২৯২% বৃদ্ধি করা হয়েছে
		৩৫. কলকারখানা অধিপ্তরের কমপ্লায়েন্স বিষয়ক অভিযোগের জন্য হট-লাইন স্থাপন	হটলাইন স্থাপন করা হয়েছে	সম্পন্ন	এ সম্পর্কিত প্রচারণার অভাবে হটলাইনে তুলনামুলক সাড়া প্রদান কম
২৯.	নিজস্ব প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অভাব লজিস্টিক স্বল্পতা	৩৬. আইএলও কর্তৃক শ্রমিক অধিকার, কর্ম পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ ৩৭. পরিদর্শকদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা	২৩৫ জন নতুন নিয়োগকৃত পরিদর্শকদের সূচনা প্রশিক্ষণ প্রদান গতিশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২৮৪ জন প্রশিক্ষককে দেশি-বিদেশি ২৫ টি প্রশিক্ষণ প্রদান ‘প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি’ কমিটি	চলমান অগ্রগতি	পোশাক অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিদর্শন কাজের জন্য ২ টি গাড়ি ক্রয় প্রক্রিয়াধিন

			গঠন আইএলও কর্তৃক ৯৫ টি হোন্ডা, ৩৭ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৮ টি প্রিন্টার ২ টি ল্যাপটপ, ২টি ফ্যাক্স মেশিন, ২টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ৬ টি ফটোকপি মেশিন প্রদান এবং জিআইজেড কর্তৃক ২০ টি হোন্ডা প্রদান		
৩০.	পরিদর্শন কার্যের কার্যকর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকা (পরিদর্শকদের সবাই একই পদে হওয়া)	৩৮. কেন্দ্রীয় অফিস হতে বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিসে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রিকরণ ৩৯. কার্যকর জবাবদিহিতা কাঠামোর জন্য পরিদর্শক পদে তিনটি স্তর সৃষ্টি (উপ-মহাপরিদর্শক, সহকারী মহা পরিদর্শক ও পরিদর্শক)	আঞ্চলিক অফিসে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পরিদর্শক পদে তিনটি স্তর সৃষ্টি করা হয়েছে 'জবাবদিহিতা ও পরিবীক্ষণ' কমিটি গঠন	চলমান অগ্রগতি	সার্বিক কার্যক্রম সঠিক ভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ৬ টি কমিটি গঠন- প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডাটাবেজ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন নথি প্রদান, মানসম্পন্ন পরিচালনা, নিয়ম ও সচ্ছতা, জবাদিহিতা ও পরিবীক্ষণ
		৪০. অভিযুক্ত সাত পরিদর্শকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা পরিচালনা ও সাময়িক বরখাস্ত	তাজরিন অগ্নিকান্ডে অভিযুক্ত একজন পরিদর্শক চাকুরি হতে বরখাস্ত রানাপ্লাজা দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত পরিদর্শকদের অভিযোগ হতে অব্যহতি প্রদান	সম্পন্ন	রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা অবকাঠামোগত দুর্ঘটনা যা অধিদপ্তরের এখতিয়ার বহির্ভূত এ যুক্তিতে অভিযুক্তদের অব্যহতি দেওয়া
৩১.	• অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে কারখানা নিবন্ধন ও নবায়ন • ফ্লোর সেটআপ ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়ম	৪১. কারখানা নিবন্ধন ও নবায়নের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে	• কারখানা নিবন্ধন ও নবায়নের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে	সম্পন্ন	আবেদন প্রক্রিয়ায় সাড়া প্রদানের হার কম

৩২.	অনেক ক্ষেত্রে পরিদপ্তর কর্তৃক মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা মামলায় অভিযোগ প্রমাণে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনে ব্যর্থতা	৪২. বিভিন্ন কারখানার বিরুদ্ধে অধিদপ্তর কর্তৃক ৪০০ মামলা চলমান ৪৩. নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগের উদ্যোগ আলোচনাধীন	• বিভিন্ন কারখানার বিরুদ্ধে অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৯৮ মামলা চলমান • নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে	চলমান অগ্রগতি	২৩৫ টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে জরিমানা আদায়-১৫,৫০,৪২০ টাকা

৪.৫ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
৩৩.	• অপর্যাপ্ত জনবল (ঢাকা বিভাগে ১৫ জন পরিদর্শক) ও সক্ষমতার ঘাটতি • আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব	৪৪. ২১৮ জন নতুন ওয়ার হাউস ইন্সপেক্টর নিয়োগের অনুমোদন	২১৮ জন নতুন ওয়ার হাউস ইন্সপেক্টর নিয়োগ সম্পন্ন	সম্পন্ন	বর্তমানে ইন্সপেক্টর সংখ্যা ২৬৮ জন
		৪৫. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৬২ কোটি টাকার প্রকল্প বিবেচনাধীন ৪৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৫০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৮ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অনুদানে ১ কোটি টাকার উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয় চীন সরকারের অনুদানে ৫০ টি অ্যাম্বুলেন্স, ১০০টি টোয়িং ভেহিকেল (পাম্প টানা গাড়ি) এবং ১৫০টি হুইলার ওয়াটার মিষ্ট এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রদান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়ের সিডিএমপির আওতা ২০ সেট এবং নিজস্ব অর্থায়নে ২৫ সেট উদ্ধার	চলমান অগ্রগতি	আর্মি, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালায়ের অধীনে প্রকল্পের মাধ্যমে সমন্বিত ভাবে বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ক্রয় চলমান

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

			সরঞ্জাম		
৩৪.	পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় অগ্নি নির্বাপক স্টেশন না থাকা	৪৭. পোশাক কারখানা অধ্যুষিত ঢাকা অঞ্চলে ৯টি নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত	ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে স্থবিরতা	অগ্রগতি নাই	কার্যক্রমে স্থবিরতা লক্ষণীয়
৩৫.	• ব্যক্তিগত সুবিধার বিনিময়ে ত্রুটিপূর্ণ ভবনে অগ্নি নিরাপত্তা সনদ প্রদান • অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বা জলাধার না থাকা, টিনের ছাদ, বিকল্প সিঁড়ির অনুপস্থিতি, অপর্যাপ্ত নির্গমন দরজা ইত্যাদি অনিয়মের ক্ষেত্রে পরিদর্শনে অর্থের বিনিময়ে ছাড় দেওয়া	৪৮. তাজরিন ফ্যশনের দুর্ঘটনা পরবর্তী ১১০০ কারখানা পরিদর্শন (চলমান), ত্রুটিপূর্ণ কারখানায় আর্থিক জরিমানা	এ বছর ১২৫ টি কারখানা পরিদর্শন ফায়াস সার্ভিস গাইডলাইন প্রণয়ন সেপ্টেম্বর ২০১৪ এ পরবর্তীতে এ গাইড লাইন বাতিল করা হয়	ধীর অগ্রগতি	কারখানা নিরাপত্তায় বিদেশি সংস্থার উপর নির্ভরতা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকা
৩৬.	অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে কারখানা পর্যায়ে সক্ষমতা ও সচেতনতার অভাব	৪৯. অগ্নি নিরাপত্তা ঝুঁকি ও প্রতিরোধে স্ব-মূল্যায়ন পদ্ধতি উন্নয়নে মালিক, শ্রমিক ও ইউনিয়ন প্রতিনিধির সক্ষমতা কার্যক্রম ৫০. ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অগ্নি নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণের আওতায় ১২২ টি মহড়া সম্পন্ন	চলমান অগ্রগতি	–

৪.৬ রাজউক কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
৩৭.	কেন্দ্রীয় অনুমোদন ও তদারকি প্রক্রিয়া	৫১. রাজউক কার্যক্রম বিকেন্দ্রিকরণ -৮টি জোনে বিভক্ত করে ২৪টি সাব-জোনে কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত ৫২. ৮টি বিসি কমিটি ও উঁচু ভবনের জন্য ২টি বিশেষ বিসি কমিটি পুনর্গঠন	• ৮ টি জোনে ও ২৪ টি সাব জোনে বিভক্ত করা হয়েছে • ৮ টি জোনে অথরাইজড অফিসার নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে	ধীর অগ্রগতি	সহকারি অথরাইজড অফিসার এবং অন্যান্য জনবল নিয়োগ প্রদান এখনও চলমান
৩৮.	জনবল স্বল্পতা- অথরাইজড অফিসার-৪ জন সহকারী অথরাইজড অফিসার পদ ছিল না প্র. ইমারত পরিদর্শক-৮ জন ইমারত পরিদর্শক -৬০ জন সহ নগর পরিকল্পনাবিদ পদ ছিল না	৫৩. নকশা অনুমোদন ও তদারকি সংশ্লিষ্ট কাজে জনবল নিয়োগ- অথরাইজড অফিসার-২০ জন সহকারী অথরাইজড অফিসার-৩০জন প্র. ইমারত পরিদর্শক-২২ জন ইমারত পরিদর্শক -১২২ জন সহ নগর পরিকল্পনাবিদ- ১৭ জন	অথরাইজড অফিসার-৩০ জন প্র.ইমারত পরিদর্শক-২২ জন নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে	ধীর অগ্রগতি	বাকি জনবল নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষা চলমান
৩৯.	লজিস্টিক স্বল্পতা ও সনাতনী অফিস ব্যবস্থাপনা	৫৪. অফিস অটোমেশন বিবেচনাধীন যানবাহন ক্রয় প্রক্রিয়াধীন	• আইএফসির সহযোগীতায় প্লানিং ও অনুমোদন শাখা সহ সকল শাখা অটোমেশন প্রাক্রিয়া চলমান • ডিজিটাল আর্কাইভ, ডাটা সেন্টার ও প্লটবেজ ল্যান্ড রেকর্ড সিস্টেম কার্যক্রম সমাপ্ত	চলমান অগ্রগতি	–
৪০.	শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবনের জন্য ‘বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়পত্র’ এবং ‘ব্যবহার সনদ’ প্রদানে গাফিলতি	৫৫. ব্যবহার সনদ গ্রহণের আহ্বানে মাত্র শ’খানেক আবেদন	ব্যবহার সনদ গ্রহন না করলে বিদ্যুৎ সংযোগ না দেওয়ার পরিকল্পনা	অগ্রগতি নেই	ব্যবহার সনদ নিশ্চিতকরণে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে শিথীলতা
৪১.	• ভূমি ব্যবহার অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি • নির্মাণ নকশা অনুমোদনের	৫৬. জোনাল অফিস কর্তৃক অনুমোদন ও তদারকির ব্যবস্থা ৫৭. অন লাইনে আবেদন গ্রহণ	• জোনাল অফিসে কার্যক্রম শুরু • অনলাইন আবেদন গ্রহন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে	ধীর অগ্রগতি	আবেদন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি এখনও বিদ্যমান

	বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুষ ও তদবির ● নির্মাণস্থল পরিদর্শন না করে ভূমি ব্যবহার ও নির্মাণ অনুমোদন ছাড়পত্র প্রদান ● হয়রানি, সময়ক্ষেপণ, ইচ্ছাকৃতভাবে ফাইলপত্র লুকিয়ে ফেলা, ফাইলে আপত্তি জারি	৫৮. নকশা যাচাই বাছাই করার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত পর্যায়ে এখনও বিদ্যমান	অগ্রগতি নেই	
৪২.	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা লঙ্ঘন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা	৫৯. রাজউক কর্তৃক মাত্র ৬৫০টি কারখানা পরিদর্শন পূর্বক ১৫০টি কারখানা অধিকতর পরিদর্শনে বুয়েটে প্রেরণ	কারখানা পরিদর্শন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে	অগ্রগতি নেই	বর্তমানে কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে উল্লেখ্য রাজউকভুক্ত অঞ্চলে দুই সহস্রাধিক কারখানা রয়েছে পরিদর্শন কার্যক্রমে বিদেশি সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা
৪৩.	মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট স্বল্পতা	৬০. মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ৭ জন ম্যাজিস্ট্রেট এর চাহিদা প্রদান	মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি	অগ্রগতি নেই	মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন

৪.৭ স্থানীয় সরকার ও শিল্প পুলিশ কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
৪৪.	**স্থানীয় সরকার** ● নির্মাণ নকশা অনুমোদনে রাজউক ও রাজউকভুক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ● স্থানীয় পর্যায়ে (ইউনিয়ন) ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার (প্রকৌশলী) পদায়ন না থাকলেও ভবন নির্মাণের অনুমোদন	৬১. স্থানীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষাধীন এলাকার ভবন নির্মাণ অনুমোদনের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষকে প্রদান ৬২. ইউনিয়ন পরিষদকে ভবন নির্মাণ অনুমোদন না প্রদানের জন্য পরিপত্র জারি	রাজউক ও স্থানিয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভিতর দ্বন্ধ নিরসনে ২টি কমিটি গঠন করা হয়েছে	সম্পন্ন	কর্তৃপক্ষের বাহিরের অনেক পৌরসভায় প্রকৌশলী নেই
৪৫.	**শিল্প পুলিশ** অর্থের বিনিময়ে পুলিশ/ শিল্প পুলিশ মালিক স্বার্থে ব্যবহার ও শ্রমিক আন্দোলন দমন	৬৩. ২টি ট্রাক ও ১টি মটর সাইকেল ঢাকা অঞ্চলে সংযোজন	কোনো কার্যক্রম করা হয় নি	অগ্রগতি নেই	শিল্প পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না শিল্প পুলিশের নীতিমালা প্রণয়ন না করা

৪.৮ শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
৪৬.	ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা ও আইনি জটিলতা	৬৪. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন তুলনামূলক বৃদ্ধি (জানু' ২০১৩ হতে ২৫ ফেব্রু' ১৪ পর্যন্ত ১১২টি ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন) ৬৫. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, নবায়ন ও ইউনিয়নের বাৎসরিক প্রতিবেদন অনলাইনে গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ ৬৬. আইএলও এবং ইউএসডিওএল সহযোগিতায় ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন ও কার্যক্রম সমন্ধে শ্রম পরিদর্শক ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	• ট্রেডইউনিয়ন নিবন্ধন চলমান (এপ্রিল, ২০১৪ হতে এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত ১১৪ টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন) • পরিদপ্তরের পৃথক ওয়েব সাইট করা হয়েছে • শ্রমিক পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান • ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনে আইএলও কর্তৃক এসওপি (স্টান্ডার্ড অপারেশন প্রসেডিউর) স্থাপনে সহযোগীতা চলমান	চলমান অগ্রগতি	ইউনিয়ন নিবন্ধনে আবেদন গ্রহণে ৫-২০ হাজার টাকা গ্রহণ রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী ১৪২ টি ইউনিয়ন নিবন্ধনে বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদানের অভিযোগ কোনো কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের বিষয় পূর্বে জানিয়ে দেওয়া
		৬৭. ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বিষয়ক অভিযোগের জন্য হট-লাইন স্থাপন	কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই	অগ্রগতি নেই	নির্ধারিত সময় ছিল - ৩০ জুন, ২০১৩
৪৭.	রাজনৈতিক বিবেচনায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও নিবন্ধন	**কোন উদ্যোগ নেই**	**কোনো উদ্যোগ নাই**	-	বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নিবন্ধন
৪৮.	ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের যৌথ দর-কষাকষির দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব	৬৮. সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫০০০০ শ্রমিক ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণে জন্য প্রকল্প গ্রহণ	• ২৪০০ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান • ৫৯ জন কর্মকর্তার শ্রম আইন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ • ৫০ শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক মৌলিক অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ	চলমান অগ্রগতি	স্বপ্রনোদিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা না করা

৪.৯ শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
৪৯.	তৈরি পোশাক খাতে ১৫৭টি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ৪০-৫০টি সক্রিয়	৬৯. ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে	১৫০-২০০ টি সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে	চলমান অগ্রগতি	রানা প্লাজা পরবর্তী "ল্যাপটপ ট্রেড ইউনিয়ন" এর কার্যক্রম বৃদ্ধি
৫০.	মালিক স্বার্থে বিজিএমইএ'র পকেট ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম	**কোন উদ্যোগ নেই**	অপরিবর্তিত	-	অপরিবর্তিত
৫১.	• ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের কার্যাবলী সম্পর্কে আইনগত দিক-নির্দেশনা/ বিধিমালার অনুপস্থিতি ট্রেড ইউনিয়নে জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা; • নিবন্ধনবিহীন ফেডারেশনের নেতৃত্বে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থে কার্যক্রম	**কোন উদ্যোগ নেই**	**কোন উদ্যোগ নেই**	-	শ্রমিকদের সাথে প্রতারণা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া

৪.১০ বায়ার কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন পদক্ষেপ

ক্রম	সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	অবস্থা (২০১৪)	অবস্থা (২০১৫)	অগ্রগতি	মন্তব্য /পর্যবেক্ষণ
৫২.	ভিন্ন ভিন্ন কোড অব কন্ডাক্ট	৭০. বিজিএমই কর্তৃক একক আচরণ-বিধিমালা প্রণয়ন	একক আচরণ-বিধিমালা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান	চলমান অগ্রগতি	কোনো কোনো বায়ার কর্তৃক অতিরিক্ত চাহিদা উপস্থাপন
৫৩.	আমদানিকারক দেশের শর্তাবলী পূরণের নিমিত্তে বায়ার প্রতিনিধি, কমপ্লায়েন্স অডিটর ও মালিকদের যোগসাজশে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কারখানার নিরাপত্তার প্রকৃত চিত্র গোপন	৭১. কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও ভবন নিরাপত্তা মূল্যায়ন কার্যক্রম: ৭২. জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য বিএনবিসি ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডে সমন্বিত চেক লিস্ট প্রণয়ন ৭৩. নিরাপত্তার প্রশ্নে কারখানা বন্ধের বিষয় জাতীয় মূল্যায়ন কমিটি গঠন	• অধিকাংশ বায়ার কর্তৃক নিজ নিজ নিয়মিত মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে • বিএনবিসি ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডে সমন্বিত চেক লিস্ট দ্বারা জরিপ কার্য পরিচালনা ৭৫. জাতীয় কর্মপরিকল্পনার	চলমান অগ্রগতি	অ্যালায়েন্স ও অ্যাকর্ড কার্যক্রমের সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জড়িত না থাকা এবং সমন্বয়হীনতা জরিপ কার্যে কারখানা বন্ধ হলে শ্রমিক চাকুরিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ

	করা	৭৪. জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আওতায় (এনটিপিএ) সকল চালু কারখানা অগ্নি, বৈদ্যুতিক এবং কাঠামোগত নিরাপত্তা মূল্যায়নের জন্য জরিপ কার্যক্রম- অ্যালায়েন্স (১২/৩/১৪) কর্তৃক ২৪৭টি (৬২৬টির মধ্যে), অ্যাকর্ড (১০/৩/১৪) কর্তৃক ৮০টি (১৬২৬টির মধ্যে) এবং বুয়েট (১৫/৩/১৪) কর্তৃক ২৪৭টি (প্রায় ২০০০ টির মধ্যে) জরিপ সম্পন্ন	আওতায় (এনটিপিএ) সকল চালু কারখানা অগ্নি, বৈদ্যুতিক এবং কাঠামোগত নিরাপত্তা মূল্যায়নের জন্য জরিপ কার্যক্রম- অ্যালায়েন্স কর্তৃক ৫৮৪টি (৫৮৪টর মধ্যে), অ্যাকর্ড ১১০৩টি (১৫৩০ টির মধ্যে) এবং বুয়েট কর্তৃক ৬৪৭ টি (প্রায় ১৩৫৫ টির মধ্যে) জরিপ সম্পন্ন		প্রদানে অ্যাকোর্ডের অংশগ্রহণ না থাকা জরিপ পরবর্তি সংস্কার কার্যক্রমে বায়ার জোটের অংশগ্রহণে অপরাগতা যা সমন্বিত উদ্যোগ বাস্তবায়নে হুমকি স্বরুপ সাব কন্ট্রাক্ট কারখানায় সহযোগীতা প্রদানের অঙ্গিকার সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া
৫৪.	বায়ার কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যে প্রতিশ্রুত কারখানায় অর্ডার না দিয়ে কম মূল্যে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার দেওয়া বায়ার জ্ঞাতসারে অনেক ক্ষেত্রে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় পণ্য উৎপাদন	৭৬. বায়ার কর্তৃক নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার প্রদানের প্রবণতা হ্রাস	নন কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার প্রদান করা হচ্ছে না কোনো কোনো বায়ার কর্তৃক ওয়েবসাইটে কারখানার তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে	চলমান অগ্রগতি	বায়ারের দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিতে সরকারের কার্যকর পদেক্ষেপের অভাব
৫৫.	শ্রম অধিকার ও কর্ম পরিবেশের মানের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে কম মূল্যে ভাল পণ্যের ওপর বায়ারের আগ্রহ	৭৭. অল্প সংখ্যক বায়ার কর্তৃক উৎপাদন খরচ বেশি প্রদান (যেমন প্যান্টের মজুরি ২৪ হতে ৩০-৩২ডলার প্রদান) ৭৮. বায়ার ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্ব স্ব উৎপাদন কারখানার কমপ্লায়েন্স মনিটরিং	• অধিকাংশ বায়ার কর্তৃক উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করা হয়েছে	চলমান অগ্রগতি	৩০ শতাংশ কার্যাদেশ বাতিল ২০০-২২০ টি কারখানা বন্ধ ১-১.৫ লক্ষ শ্রমিক চাকুরিচ্যুত ৭ লক্ষ শ্রমিক চাকুরিচ্যুত এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকিতে অবস্থান

		৭৯. রানা প্লাজা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন (৪২ মিলিয়ন ডলার)	রানা প্লাজা ডোনার'স ট্রাস্ট ফান্ডে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার - এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রদানের পরিমাণ প্রায় ২.৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার	চলমান অগ্রগতি	প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার (প্রায় ১২৭ কোটি টাকা), যার মধ্যে অব্যবহৃত প্রায় ১৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১০৮ কোটি টাকা) রানা প্লাজার সাথে সম্পর্কিত প্রায়১৪টি রিটেইলার ব্র্যান্ড (লি কুপার, জেসি পেনি, মাটালান, কারিফোর ইত্যাদি) ট্রাস্ট ফান্ডে সহায়তা দেয় নি ওয়ালমার্টের সহায়তা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম, মাত্র ১ মিলিয়ন ডলার (বার্ষিক রেভিনিউ ৪৮৫ বিলিয়ন ডলার)
৫৬.	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল না থাকা	কোন উদ্যোগ নেই	কোন উদ্যোগ নেই	-	